মণীন্দ্র গুপ্ত

চাঁদের হরিণ ও গাধা

শুক্লা নবমী থেকে গ্রামপ্রান্তে চাঁদের সঙ্গে ওঠে
চাঁদের হরিণও।
হরিণ ডাকে নিশ্চয়, কিন্তু অত দূর পেরিয়ে
সে ডাক পৃথিবীতে পৌঁছয় না।
বস্তুত, পিন পড়লেও শোনা যায় এমন নিস্তব্ধ চাঁদের
কোনো অশব্দও এখানে পৌঁছয় না।
আমি শুক্ল পক্ষের পর শুক্ল পক্ষ নিঃশব্দ শীতলজ্যোতি চাঁদ ও
তার ছায়াহরিণকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি।

গত পরশু পূর্ণিমা ছিল, অদ্ভুত এক পূর্ণিমা।
বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠছিল— হঠাৎ
গাধার ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো চিৎকারে ভরে গেল জায়গাটা।
বসন্ত ধোপা কি তার কাপড়বহা গাধাটাকে এখানে
বেঁধে রেখে গেছে?
ও মা! মিনিট পনেরো পরে দেখি, এ তো বসন্ত ধোপার গাধা নয়,
এ তো চাঁদের হরিণের জায়গায় একটা গাধা
ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে আর আকুল হয়ে ডাকছে।

আসলে হয়েছে কি, চাঁদের যে পাহাড়ের ছায়া হরিণের মতো দেখাত,
সে পাহাড় ভেঙে এখন গাধার মতো হয়েছে।
আর অ্যাস্ট্রোনট নীল আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে যে দুফোঁটা বাতাস
চাঁদে ঢুকে পড়েছিল তাতে ভর করে গাধার ডাক
সেই সন্ধ্যায় পৃথিবীকে উতলা করে তুলেছিল।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

সহজ নয়

অনেক সহজ কথার তোড়ে বাঘকে মারা
সহজ নয় সারা জীবন মিছিলে পা রাখতে পারা
ফুলদানিতে ফুলের শোভা বাড়াও অনেক
চাষির ঘরে ফুল ফোটানো সহজ নয়—
তুমি পারো?

কেউ জানে না—
কারখানাতে শ্রমিক জীবন নোনতা কেমন
তিনটে পালি কেমন চলে ঘূর্ণিপাকে
সহজ নয়, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা—
লড়তে পারো?

বাসার ঘরে খৈ ফোটাতে সবাই দড়
চায়ের কাপে তুফান অনেক তুলতে পারো
ভোটের বাক্সো লুঠ হলে কি ডান্ডা ধরো,
সহজ নয়, সারা জীবন লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারা—
থাকতে পারো?

বসার ঘরে মন্ডা-মিঠাই খাচ্ছো তোফা
কেউ খাচ্ছে পথের থেকে এঁটোকাঁটা
খোঁজ রাখো তার—
হাত দিয়ে কি বোড়ের চালে হৃদয় পেলে—
পেলে কোথাও?

সহজ নয়, গভীর কথা সহজ করে বলতে পারা—
বলতে পারো?

অলোক বিশ্বাস

একটি তথ্যচিত্র

পরিষ্কার করে বলুন এই বাড়ি এই চাঁদ সূর্য ও নদী আপনার
কিনা। এখানে বিক্রি হচ্ছে স্তন লিঙ্গ যোনি ও চোখের
ক্যালাইডোস্কোপ। এইসব ব্যবসা আপনার কেমন লাগে
স্পষ্ট ক'রে জানান। আপনি তো জানেন, গণভোটে সরকারি দল
জিতলেও, অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতেই বেরোয়নি। স্পষ্ট ক'রে জানান,
নিজে কটা ভোট দিয়েছেন কিংবা একটিও ভোট দিতে না পেরে
ফিরে এসেছেন কিনা। জানিয়েছেন, আপনি রক্তাল্পতায়
ভুগছেন। মেডিকেল টেস্টে তা প্রমাণিত হয়নি। পাড়ার সমস্ত
প্রতিবেশীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে বলে জানিয়েছেন।
ইলেকশন কমিশন আপনার এই তথ্যকে কল্পিত তথ্য বলেছে।
দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মিছিলে আপনাকে
দেখা গেছে। অনেকেই জানে আত্মহত্যাও করতে গেছিলেন।
লাল আলো জ্বলা গাড়ির বনেটে ইঁট মেরেছিলেন এবং
অর্থনৈতিক দুর্নীতির সাক্ষী ছিলেন। একটি রাজনৈতিক দল বলছে
আপনি তাদের লোক। অন্য এক বা একাধিক দল একই দাবি
করছে। আপনাকে রাতে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উড়তে দেখা
গেছে। আপনি নাকি অস্তিত্ব বিলীন ক'রে শূন্যে অদৃশ্য
হতে পারেন। ওপরের সমস্ত বিষয়ে আপনার মতামত
লিখে পাঠানোর জন্য সঠিক ঠিকানা না পেলে উত্তরলেখা
কাগজটি ছিঁড়ে ফেলুন এবং যেভাবে বাঁচতে ইচ্ছা করে
সেভাবেই আনন্দে বেঁচে থাকুন

বিপ্লব চক্রবর্তী

যাদুকর

কালরাতে যাদুকর এসেছিল জানালার কাচ ধরে
ঘুমের শরীর থেকে চাঁদ তুলে নিয়ে সংগোপনে রেখেছিল
দিয়েছিল তারাখসা জীবনের প্রতিচ্ছবি গায়ে গা মেখে
আমার নিদ্রাহীন রাত স্পর্শ নিল রাতমাখা পাখিদের কাছে।

দুরন্ত উচ্ছ্বাস ছিল তুমি এসে চুমো খেয়ে যাবে আলিঙ্গনে
নিবিড় বন্ধনে ধরে দেবে উষ্ণতার বাকি রাতটুকু
কথা ছিল রাত্রি হলে সমুদ্রও দিয়ে যাবে জোয়ারের বেগ
মেঘ এসে বৃষ্টি মেখে বলে যাবে প্রভাত সংকেত।

ভেতরের পোষা যাদুকর এত সহৃদয় নয় প্রবঞ্চকও নয়
বিস্তীর্ণ পথ জুড়ে মাইলের ফলক বসানো শুধু তার কাজ
খাড়িপথ ভঙ্গুর বাঁক দেখে দেখে আমাকেই যেতে হবে রোজ
রাত হলে সে সবের টিপ্পনি দেখে যাওয়া চাঁদের ভিতর।

শঙ্খ অধিকারী

ইতিহাস

যদি তুমি রমা হতে পার
আমি তবে রমাকান্ত।
যদি তুমি হরিপ্রিয়া হও
আমি তবে সুদর্শন চক্রধারী বিষ্ণু।
যদি তুমি শ্রী হও
আমি তবে শ্রীকান্ত।
যদি তুমি রাধা হও
আমিই রাধাকান্ত।
যদি তুমি প্রভাবতী
আমি তোমার প্রদ্যোৎ।
শুধুমাত্র সীতা হলে তুমি
রাম হতে পারব না আমি,
দুইটি জনমের ত্রিশ বছরের
বনবাসের পরে
আর বনবাসী হতে চাই না সীতা!
তোমারই স্বর্ণ অঙ্গের
সুগন্ধে মাতাল হয়ে
আমিও হতে চাই বাল্মীকি।